ফয়যানে আহলে বাইত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী (دامت برکاتہم العالیہ)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২	সৈয়্যদ বংশীয়দেরকে বিশেষভাবে কুরবানির মাংস প্রদান করা	২৩
সৈয়্যদ বংশীয়দের সাথে সদাচারন করার মহান পুরস্কার (ঘটনা)	৩	আত্তারের অনুরোধ	২৪
সত্যিকার আশিকে রাসূল কে?	৬	সৈয়্যদ হওয়ার প্রমাণ চাওয়া কেমন?	২৬
কুরআনে করীম থেকে আহলে বাইতের ফযীলতের প্রমাণ	৭	সৈয়্যদদের সম্মান করুন	২৯
		৪০টি হাদীস পৌঁছানোর ফযীলত	২৯
আহলে বাইত দ্বারা কারা উদ্দেশ্য?	৮	আহলে বাইতের ফযীলত সম্পর্কীত ৪০টি হাদীস	৩০
আহলে বাইতের মর্যাদা	৯		
পবিত্র স্ত্রীগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত	১১	আহলে বাইত নূহের নৌকার ন্যায়	৩১
		আহলে বাইত হলো নৌকা আর সাহাবারা হলেন নক্ষত্র	৩১
বিবি আয়েশার ঈমান সতেজকারী ঘটনা	১২	আ'লে ফাতেমা দোযখ থেকে নিরাপদ	৩৩
আশিকে আকবরের আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা	১৪		
		আহলে বাইতকে ভালবাসো	৩৫
সিদ্দিকে আকবর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন	১৪	পরিপূর্ণ মুমিন কে?	৩৬
		আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীরা শাফায়াত পেয়ে যাবে	৩৬
হাসানাঈন করীমাইনের খুশিতে ফারুকে আযমের খুশি (ঘটনা)	১৫		
		বিদায় হজ্জে ইরশাদ করেন	৩৭
বাহন থেকে নিচে নেমে আসতেন	১৮	সাহায্যকারী মুনীব	৩৮
কাঁধে উঠিয়ে নিতেন (ঘটনা)	১৮	প্রিয় নবী ﷺ প্রতিদান দিবেন	৩৮
শ্বশুরালি আত্মীয়দের শান	১৯	অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না	৪১
সাহাবী ও আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসার প্রতিদান (ঘটনা)	২১	'পাঞ্জেতন পাক' দ্বারা উদ্দেশ্য কারা?	৪২
		কুরআনে করীম ও আহলে বাইত	৪৫
আলা হযরত সৈয়্যদদেরকে দ্বিগুণ দিতেন	২২	আহলে বাইতকে কষ্ট প্রদানকারীর হায়াতের মধ্যে বরকত হয়না	৫২

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে আহলে বাইত

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই "**ফয়যানে আহলে বাইত**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ও তার আগত প্রজন্মকে আহলে বাইতে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সত্যিকার গোলামী নসীব করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: "(হযরত) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও **তাঁর** বংশধরের উপর দরূদে পাক পাঠ করার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দোয়া পর্দার (আড়ালে) থাকে।" **(মু'জাম আওসাত, ১/২১১, হাদীস: ৭২১)**

উন কে মাওলা কে উন পর করোড়ো দুরূদ
উন কে আসহাব ও ইতরাত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন। (মুসলিম)

সৈয়্যদ বংশীয়দের সাথে সদাচারন করার মহান পুরস্কার (ঘটনা)

কুফায় একজন নেককার ব্যক্তির প্রতিবেশে আবুল হাসান আলী বিন **ইব্রাহিম** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামে আটার ধনী ব্যবসায়ী থাকতো। একদিন তার কাছ থেকে এক সৈয়্যদ সাহেব কিছু আটা চাইলেন, তিনি আটার দাম চাইলেন, তখন সৈয়্যদজাদা বললো: "আমার নিকট সম্পদ নেই, তবে আপনি আমার এই ঋণ আমার **নানাজান মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে লিখে রাখুন।" আবুল হাসান আলী বিন **ইব্রাহিম** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে আটা দিয়ে দিলেন আর এই ঋণ **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে লিখে রাখলেন। (এই বিষয়টি আলাভী, হাসানী ও হোসাইনী ব্যক্তিত্বরা জানতে পারলেন তখন তাঁরাও তার থেকে আটা চাইলেন, তখন তিনি তাঁদের সবাইকেও আটা প্রদান করলেন এবং এই সকল ঋণ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে লিখে রাখলেন) এর ধারাবাহিকতা চলতে লাগলো, এমনকি তাঁর সম্পদ শেষ হয়ে গেলো এবং তিনি গরীব হয়ে গেলেন। একদিন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত শায়খ ওমর বিন ইয়াহইয়া

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না। **(তিরমিযী)**

আলাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বললেন এবং লিখাও দেখালেন যাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে সকল ঋণ লিখে রেখেছিলেন। রাতে যখন আবুল হাসান আলী বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘুমালেন তখন স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সহ যিয়ারত করার সৌভাগ্য অর্জন হলো। **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবুল হাসান! তুমি কি আমাকে চিনো? আবুল হাসান আলী বিন ইব্রাহিম আরয করলো: জি হ্যাঁ! আপনি **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি আমার নামে অভিযোগ কেন করলে? অথচ তুমি আমার সাথে লেনদেন করেছো।" আরয করলো: "আক্বা! আমি মুখাপেক্ষী ও অভাবী হয়ে গিয়েছি।" **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যদি তুমি আমার সাথে লেনদেন দুনিয়ার জন্য করে থাকো তবে আমি তোমাকে এর পরিপূর্ণ প্রতিদান এখনি দিয়ে দিচ্ছি আর যদি তুমি আমার সাথে লেনদেন আখিরাতের জন্য করে থাকো তবে ধৈর্যধারন করো, নিশ্চয় আমার নিকট

www.dawateislami.net

খুবই উত্তম প্রতিদান রয়েছে।" আবুল হাসান আলী বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাঝে ভাবাবেগ শুরু হয়ে গেলো এবং কান্না করতে করতে ঘুম থেকে জেগে উঠলো এবং জঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে চলে গেলো। কিছুদিন পর তাঁকে একটি পাহাড়ের গুহায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। লোকেরা তাঁর জানাযার নামায প্রভৃতির পর দাফন করে দিলো। সেই রাতে কুফার সাতজন নেককার লোক স্বপ্নে হযরত আবুল হাসান আলী বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সবুজ রেশমী হুল্লা (অর্থাৎ মূল্যবান সবুজ পোশাক) পরিধান করা অবস্থায় দেখলেন, তিনি জান্নাতের বাগানে হাঁটছেন, তাঁরা জিজ্ঞাসা করলো: হে আবুল হাসান! আপনি এই নেয়ামত কিভাবে অর্জন করলেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "যে **হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে লেনদেন করলো সে তা পেয়ে গেলো, যা আমি পেয়েছি, জেনে নাও! নিশ্চয় আমি আমার ধৈর্যের কারণে **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব অর্জন করেছি।" **(শরফুল মুস্তফা, ৩/২১৬)** **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, নিশ্চয় সে দূর্ভাগা হয়ে গেলো। **(ইবনে সুন্নি)**

আ'ল সে আসহাব সে কায়েম রাহে
তা আবাদ নিসবত এ্যয় নানায়ে হোসাইন।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সত্যিকার আশিকে রাসূল কে?

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এটাই বাস্তবতা যে, যখন **'কারো'** প্রতি ভালবাসা হয়ে যায় তখন **'তার'** সাথে সম্পর্কিত সকল বস্তুই প্রিয় হয়ে যায়, প্রিয়তমের সন্তান হোক বা তার সাথী, সবাইকেই ভাল লাগে, তেমনই যার **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা হয়ে যায়, তখন সে তাঁর সন্তানদেরও ভালবাসতে থাকে এবং তাঁর সাহাবাদেরও ভালবাসে, যদি কারো মাঝে ইশ্‌কে রাসূল দেখতে চান তবে এটা দেখুন যে, সে সাহাবা ও আহলে বাইতকে কিরূপ ভালবাসে। নিশ্চয় যে ব্যক্তি পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি পোষণকারী হয় এবং পাশাপাশি সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এরও মন ও প্রাণ দিয়ে আদব ও সম্মান করে আর সাহাবাদের জান্নাতী

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় দশবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ)**

মনে করে তবে এরূপ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই মূলত সত্যিকার ও একনিষ্ঠ আশিকে রাসূল এবং আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত। **আল্লাহ পাক** এরূপ লোকদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কলব মে আশিকে আ'ল রাখা হে খু'ব ইস কো সানবাল রাখা হে
কিউঁ জাহান্নাম মে জাওঁ সীনের মে ইশ্‌কে সাহাবা ও আ'ল রাখা হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৪৩-৪৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরআনে করীম থেকে আহলে বাইতের ফযীলতের প্রমাণ

আল্লাহ পাক ২২তম পারা সূরা আহযাবের ৩৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿۳۳﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **আল্লাহ** তো এটাই চান যে, তোমাদের কাছ থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে অতীব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, সে অত্যাচার করলো। **(আব্দুর রাযযাক)**

আহলে বাইত দ্বারা কারা উদ্দেশ্য?

'খাযায়িনুল ইরফানে' এ মুবারক আয়াতের তাফসীরে রয়েছে: আহলে বাইতের মধ্যে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয যাহরা, আলীউল মুরতাদা এবং হাসানাঈন করীমাইন (অর্থাৎ ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন) رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ সবাই অন্তর্ভুক্ত। আয়াত ও হাদীস সমূহ একত্রিত করলে এই ফলাফলটিই বের হয়। **(খাযায়িনুল ইরফান, ৭৮০ পৃষ্ঠা)**

ইমাম তাবারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমার তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: অর্থাৎ **হে আলে মুহাম্মদ! আল্লাহ পাক** চান যে, তোমাদের কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নোংরা জিনিষ দূর রাখতে আর তোমাদেরকে গুনাহের ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র ও পরিছন্ন করে দেন।

(তাফসীরে তাবারী, ১/২৯৬)

উন কি পাকি খোদায়ে পাক করতা হে বয়াঁ
আ'য়া তাতহীর সে যাহির হে শানে আহলে বাইত

(যওকে নাত, ১০০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো। **(জমউল জাওয়ামেয়ে)**

আহলে বাইতের মর্যাদা

হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে করীমা আহলে বাইতে কিরামের ফযীলতের উৎসস্থল, এর দ্বারা তাঁদের উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চ শান প্রকাশ পায় আর জানা যায় যে, সমস্ত নিকৃষ্ট আচরণ ও অপছন্দনীয় অবস্থা থেকে তাঁদেরকে পবিত্র করা হয়েছে। কিছু কিছু হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: আহলে বাইতগণ জাহান্নামের জন্য হারাম এবং এটাই এই পবিত্রতার উপকারীতা ও ফলাফল, আর যে বিষয় তাঁদের অভিজাত অবস্থার উপযুক্ত নয়, তা থেকে তাঁদের **পরওয়ারদিগার** তাঁদেরকে সুরক্ষিত রাখেন ও বাঁচিয়ে রাখেন।

(সাওয়ানেহে কারবালা, ৮২ পৃষ্ঠা)

মহান আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'হাদায়িকে বখশীশে'** আহলে বাইতের শানে বলেন:

পারা হায়ে সুহুফ গুঞ্চাহায়ে কুদুস
আহলে বাইতে নবুয়ত পে লাখো সালাম
আ'বে তাতহীর সে জিস মে পৌদে জমে

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, সে জান্নাতের রাস্তা ছেড়ে দিলো। **(তাবারানী)**

উস রিয়াযে নাজাবত পে লাখো সালাম
খুনে খাইরুর রুসুল সে হে জিন কা খামির
উন কি বে লাওস তী'নাত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

কঠিন শব্দের অর্থঃ পা'রা- টুকরো। **সুহুফ**- পুস্তকের বহুবচন, পবিত্র কিতাব সমূহ। **গুঞ্চা**- কলি। **কুদুস**- পবিত্র। **আ'বে তাতহীর**- বরকমতয় পানি। **রিয়ায**- বাগান। **নাজাবত**- উচ্চ বংশীয় হওয়া। **খামির**- মূল/প্রকৃত। **বে লা**ওস- খাঁটি। **তী'নাত**- স্বভাব।

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র পরিবার অর্থাৎ পবিত্র বংশ হলো কিতাবের আলাদা আলাদা অংশ এবং মুবারক ফুল, যা পবিত্র ও বরকতময় পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়েছে, যেনো তাঁরা সবাই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর এক বাগান, এই অভিজাত অনন্য বংশের প্রতি লাখো সালাম, কেননা এই মহান বংশে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রক্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এই একনিষ্ঠ ও নেককার মনিষীদের স্বভাবের প্রতি লাখো সালাম।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন। **(মুসলিম)**

পবিত্র স্ত্রীগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আহলে বাইতের মধ্যে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সন্তান ও পবিত্র স্ত্রীগণও অন্তর্ভুক্ত। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন! (পবিত্র) স্ত্রীগণের আহলে বাইতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া কুরআনী আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৫০)**

আহলে ইসলাম কি মা'দরানে শফীক
বা'নুয়ানে তাহারাত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩১০ পৃষ্ঠা)

কঠিন শব্দের অর্থ: আহলে ইসলাম- মুসলমান। **মা'দারান**- মা এর বহুবচন অর্থাৎ মায়েরা। **শফীক**- দয়ালু। **বা'নু**- সম্মানিতা মহিলা। **তাহরাত**- পবিত্রতা।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিতা, পবিত্র স্ত্রীগণ সকলই মুসলমানদের দয়ালু মা, তাঁদের প্রতি লাখো সালাম।

নবীর সকল বিবিগণ! জান্নাতী জান্নাতী
সকল মহিলা সাহাবীও! জান্নাতী জান্নাতী

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না। **(তিরমিযী)**

বিবি আয়েশার ঈমান সতেজকারী ঘটনা

সকল মুসলমানের আম্মাজান, সাহাবীয়া বিনতে সাহাবী, তৈয়্যবা, তাহেরা, আবেদা (অর্থাৎ ইবাদতগুজার), যাহেদা (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী), মুজতাহিদা (অর্থাৎ অনেক বড় আলীমা) হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মাঝে একবার ভয় ও আতঙ্ক প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো, কান্না করছিলেন, তখন সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এসে আরয করলেন: আপনাকে মুবারকবাদ! খুশি হয়ে যান! **আল্লাহ**র শপথ! আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, **'আয়েশা'** জান্নাতী। একথা শুনে আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বললেন: فَرَّجۡتَ عَنِّیۡ فَرَّجَ اللّٰہُ عَنۡكَ অর্থাৎ তুমি আমার বেদনা দূর করেছো, **আল্লাহ পাক** তোমার বেদনা দূর করুক।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/২৮৩)(মুসনাদে আবী হানিফা, ৪১৭ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হাদীসে পাকের এই অংশ **'আয়েশা জান্নাতী'** এর আলোকে বলেন: এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার প্রতি এক'শ রহমত প্রেরণ করবেন। (তাবারানী)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে উচ্চ মর্যাদায় থাকবেন। (শরহে মুসনাদে আবী হানিফা, ৪১৭ পৃষ্ঠা)

বিনতে সিদ্দিক আরামে জানে নবী
উস হারিমে বারাআত পে লাখো সালাম
ইয়ানি হে সূরায়ে নূর জিন কি গাওয়াহ
উন কি পুর নূর সুরত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩১১ পৃষ্ঠা)

কঠিন শব্দের অর্থ: বিনতে সিদ্দিক- হযরত আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا। **হারিম**- স্ত্রী। **বারাআত**- অপবাদ থেকে পবিত্রতা।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: সাহাবী ইবনে সাহাবী, মুসলমানদের প্রথম খলিফা, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রিয় শাহজাদি এবং সকল মুসলমানের আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক অন্তরের প্রশান্তি ও স্বস্তি, সেই পর্দানশীন ও লজ্জাবতী পবিত্র স্ত্রীর প্রতি লাখো সালাম, তিনি এমন লজ্জাবতী ও পবিত্র মহিলা ছিলেন যে, তাঁর মহত্বের পবিত্রতা কুরআনে করীমের সূরা নূরে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর নূরানী চেহারার প্রতি লাখো সালাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, নিশ্চয় সে দূর্ভাগা হয়ে গেলো। **(ইবনে সুন্নি)**

আশিকে আকবরের আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা

সাহাবী ইবনে সাহাবী, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে একবার পবিত্র আহলে বাইতের আলোচনা হলো তখন তিনি বললেন: ঐ সত্তার শপথ যার কুদরতের আয়ত্বে আমার প্রাণ! **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকটাত্মীয়দের সাথে সদাচরন করা আমার নিজের নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেয়ে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয়। **(বুখারী, ২/৫৩৮, হাদীস ৩৭১২)**

একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **"রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর, **তাঁর** আহলে বাইতের ব্যাপারে খেয়াল রাখো।" **(বুখারী, ২/৫৩৮, হাদীস ৩৭১৩)** উদ্দেশ্য হলো, তাঁদের হক ও মর্যাদার খেয়াল রাখো।

(নুজহাতুল ক্বারী, ৪/৬০৫)

সিদ্দিকে আকবর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রিয় চাচাজান হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (যেহেতু আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় দশবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ)**

তাই যখন তিনি) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হতেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্মানার্থে তাঁর জন্য নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। **(মু'জাম কবীর, ১০/২৮৫, হাদীস ১০৬৭৫)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাসানাঈন করীমাইনের খুশিতে ফারুকে আযমের খুশি (ঘটনা)

খান্দানে আহলে বাইতের উজ্জল নক্ষত্র, হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সম্মানিত পিতা, তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন: আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কাছে ইয়ামেনের কিছু উন্নত কাপড় আসলো, তখন তিনি সেই কাপড়গুলো মুহাজির ও আনসারদের (সাহাবায়ে কিরাম) মাঝে বিতরন করে দিলেন। লোকেরা সেই কাপড়গুলো

www.dawateislami.net

পরিধান করে খুবই খুশি হয়েছিলো, তিনি (অর্থাৎ হযরত ওমর ফারুক) মিম্বরে **রাসূল** ও **নূরানী রওজা**র মাঝখানে বসে ছিলেন, লোকেরা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে সালাম আরয করলো আর দোয়া করলো। হঠাৎ তাঁর সামনে জান্নাতী যুবকদের সর্দার, হাসানাঈন করীমাইন অর্থাৎ হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বাইরে আসলেন, উভয় শাহজাদার মুবারক শরীরে সেই উন্নত কাপড়ের কোন পোশাক ছিলো না। হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শাহজাদাদের দেখতেই অসন্তুষ্ট হয়ে (উন্নত পোশাক পরিধান করে খুশি হওয়াদের) বললেন: **আল্লাহ পাকে**র শপথ! আমি তোমাদের যে দামী কাপড় পরিধান করিয়েছি তা দেখে আমার সামান্য পরিমাণও আনন্দ হচ্ছে না। সবাই একথা শুনে চিন্তিত হয়ে আরয করতে লাগলো: হুযুর! এমন কি হয়ে গেলো যে, আপনি এরূপ বলছেন? অথচ এই সমস্ত কাপড় আপনি নিজেই প্রদান করেছেন। বললেন: এই কথাটি আমি এই দু'জন শাহজাদাদের কারণে বলছি, যারা মানুষের মাঝে এই অবস্থায় ঘুরছে যে, এই দু'জন ঐ দামী কাপড় থেকে কোন কাপড়ই পরিধান করেনি। অতঃপর হযরত ওমর ফারুকে আযম

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো। **(জমউল জাওয়ামেয়ে)**

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাথেসাথেই ইয়ামেনের শাসককে চিঠি (Letter) লিখলেন যে, দ্রুততার সহিত ইমামে হাসান ও ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর জন্য দু'টি উন্নত এবং দামী পোশাক প্রস্তুত করে পাঠাও। ইয়ামেনের শাসক দ্রুত আদেশ পালন করলেন এবং দু'টি পোশাক প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হাসানাঈন করীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে সেই পোশাক পরিধান করালেন এবং খুশি হয়ে বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! যতক্ষণ এই দু'জন শাহজাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا নতুন কাপড় পরিধান করেনি, আমার অন্যদের পরিধান করার কোন আনন্দ ছিলো না। এক বর্ণনায় এভাবে রয়েছে: হাসানাঈন করীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে কাপড় পরিয়ে বললেন: এবার আমি খুশি হয়েছি।

(ইবনে আসাকির, ১৪/১৭৭। রিয়াযুন নাদ্বারা, ১/৩৪১) (ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/৩৮৯)

সাহাবা অউর আহলে বাইত কি দিল মে মুহাব্বাত হে
বাফয়যানে রযা মে হোঁ গদা ফারুকে আযম কা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, সে জান্নাতের রাস্তা ছেড়ে দিলো। **(তাবারানী)**

বাহন থেকে নিচে নেমে আসতেন

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় চাচাজান হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কোথাও পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং হযরত ওমর ফারুকে আযম ও হযরত উসমানে গণী যুন্নুরাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বাহনে করে হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সম্মানার্থে বাহন থেকে নিচে নেমে যেতেন, যতক্ষণ হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেখান থেকে চলে যেতেন না। **(আল ইস্তিয়াব, ২/৩৬০)**

কাঁধে উঠিয়ে নিতেন (ঘটনা)

আবুল মুহাযযিম এর বর্ণনা হলো: একবার আমরা একটি জানাযায় অংশগ্রহন করলাম, মহান সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও আমাদের সাথে ছিলেন, ফিরে আসার সময় রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ক্লান্তি অনুভব হলে তখন আরাম করার জন্য একটি জায়গায় কিছুক্ষণ বসে গেলেন। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের চাদর শরীফ থেকে হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুবারক পা থেকে ধুলোবালি পরিস্কার করতে লাগলেন

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন। (মুসলিম)

তখন হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে নিষেধ করলেন। এতে হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আপনার যে মহত্ব আমি জানি, যদি তা লোকেরা জেনে যায় তবে তারা আপনাকে (মাটিতে হাঁটতে দিবেনা বরং) নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিবে।

(তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৬/৪০৮)

চল গেয়ী বা'দে মুখালিফ আল গিয়াচ
এ্যয় হোসাইন বা'ওয়াফা ফরিয়াদ হে
হাল হে বে হাল শাহে কারবালা
আ'প কে আত্তার কা ফরিয়াদ হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

শ্বশুরালি আত্মীয়দের শান

হযরত হিন্দ বিন আবু হা'লা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যে কিনা শাহজাদীয়ে কাওনাইন হযরত বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর আখইয়াফি ভাই (আখইয়াফি অর্থাৎ ঐ ভাইবোন, যাদের মা এক কিন্তু পিতা আলাদা) বর্ণনা করেন: **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না। **(তিরমিযী)**

নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আমার জন্য চাননি যে, আমি এমন কোন মহিলাকে বিবাহ করি বা আমার বংশের কোন মহিলাকে এমন কোন পুরুষের সাথে বিবাহ দিই, যে জান্নাতী নয়।

(ইবনে আসাকির, ৬৯/১৪৯)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এই হাদীসে পাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমাকে এমন শ্বশুরালি সম্পর্ক থেকে বিরত রাখা হয়েছে যে, যাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমল সহকারে হয়েছে। তিনি আরো বলেন: এটি (এই হাদীস শরীফ) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্বশুরালি আত্মীয়দের জন্য অনেক বড় সুসংবাদ। **(ফয়যুল কদীর, ২/২৫১)**

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এই বর্ণনা দ্বারা যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুকে আযম, হযরত উসমানে গণী বিন আফফান এবং মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর শান প্রকাশ পায়, তেমন হযরত আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জন্যও জান্নাতের সুসংবাদ বয়ে আনে, কেননা এই সকল মনিষী সাহাবী হওয়ার পাশাপাশি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্বশুরালি আত্মীয়েরও অন্তর্ভুক্ত।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি এক'শ রহমত প্রেরণ করবেন। (তাবারানী)

নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী
সকল মহিলা সাহাবীও! জান্নাতী জান্নাতী
নবীর চারজন সাথী! জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকও! জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও! জান্নাতী জান্নাতী
উসমানে গণী! জান্নাতী জান্নাতী
ফাতিমা ও আলী! জান্নাতী জান্নাতী
হাসান ও হোসাইনও! জান্নাতী জান্নাতী
নবীর পিতামাতাও! জান্নাতী জান্নাতী
নবীর সকল বিবি! জান্নাতী জান্নাতী
আর আবু সুফিয়ানও! জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে মুয়াবিয়াও! জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবী ও আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসার প্রতিদান (ঘটনা)

হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে এসে আমাকে ইরশাদ করেন: হে বিশর! তুমি কি জানো যে, **আল্লাহ পাক** তোমাকে তোমার যুগের আউলিয়াদের মধ্যে উচ্চ

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, নিশ্চয় সে দূর্ভাগা হয়ে গেলো। **(ইবনে সুন্নি)**

মর্যাদা কেন দান করেছেন? আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি জানি না। তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি আমার সুন্নাতের উপর আমল করো এবং নেককার লোকের খেদমত করো আর নিজের মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণ কামনা (অর্থাৎ তাদেরকে উপদেশ) করো এবং আমার সাহাবা ও আহলে বাইত (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ) কে ভালবাসো। এই কারণেই তুমি নেক লোকদের মর্যাদায় পৌঁছে গেছো।" **(রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ৩১ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুকরিয়া তুম নে আল কা সদকা মেরী ঝুলি মে ঢাল রাখা হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত সৈয়্যদদেরকে দ্বিগুণ দিতেন

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সৈয়্যদ বংশীয়দের প্রতি অনেক বেশি

www.dawateislami.net

খেয়াল রাখতেন, এমনকি যখন কোন জিনিস বিতরন করতেন তখন সবাইকে একটি করে দিতেন আর সৈয়্যদ সাহেবকে দু'টি দিতেন। **(হায়াতে আলা হযরত, ১/১৮২)**

হুব্বে সাআদাত এ্যয় খোদা দেয়, ওয়াসেতা
আহলে বাইতে পাক কা ফরিয়াদ হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

সৈয়্যদ বংশীয়দেরকে বিশেষভাবে কুরবানির মাংস প্রদান করা

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সম্পর্কে বলেন: ফকিরের অভ্যাস হলো, কুরবানী প্রতি বছর আমার সম্মানিত পিতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে করতাম এবং এর মাংস সবই খয়রাত করে দিতাম আর একটি কুরবানি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে করতাম এবং এর মাংস সবই সৈয়্যদ বংশীয়দের উপহার স্বরূপ দিতাম। تَقَبَّلَ اللهُ تَعَالٰى مِنِّیْ وَمِنَ الْمُسْلِمِیْنَ। (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমার ও সকল মুসলামনের পক্ষ থেকে কবুল করুক। আমিন) **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৪৫৬)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, সে অত্যাচার করলো। (আব্দুর রাযযাক)

দু'জাহাঁ মে খাদিমে আ'লে রাসূলুল্লাহ কর
হযরতে আ'লে রাসূলে মুকতাদা কে ওয়াসতে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫১ পৃষ্ঠা)

আত্তারের অনুরোধ

হে সম্পদশালীরা! দোকানদাররা! ডাক্তাররা! নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আ'লে রাসূল অর্থাৎ সৈয়্যদ বংশীয়দের খেদমত করে তাঁদের **নানাজান রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক অন্তরকে প্রশান্ত করুন এবং জান্নাতের বাগানে ঘর পাওয়ার ব্যবস্থা করুন, হায়! যদি প্রত্যেক দোকানদার এই মানসিকতা বানিয়ে নেয় যে, আমি সৈয়্যদ বংশীয়দেরকে ফ্রি (Free) বা কমপক্ষে No profit no loss অর্থাৎ কেনা দামে দিয়ে দিবো। নিঃসন্দেহে এভাবেও তাঁদের প্রতি অনেক সহানুভুতি ও মঙ্গল হবে, হায়! যদি প্রত্যেক ডাক্তার এই মানসিকতা বানিয়ে নেয় যে, আমি সৈয়্যদদের 'চেকআপ' ফ্রি করবো বরং সম্ভব হলে তবে ঔষধও ফ্রি দিয়ে আ'লে রাসূলের মন খুশি করবো।

রমযানুল মুবারকের বরকতময় মাসে প্রতিবেশে বসবাসকারী সৈয়্যদ বংশীয়দের ওখানে সেহেরী ও ইফতারী,

www.dawateislami.net

কুরবানির দিনগুলোতে ঘরে পরিবেশন করা সুস্বাধু খাবার থেকে কিছু না কিছু তাঁদের ঘরে গিয়ে আদব ও সম্মান সহকারে তা উপহার দিন। কেমন মূর্খতা যে, যাঁদের **নানাজান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমরা খাচ্ছি, **তাঁর** নাতিরা আমাদের আরামে ভরা জীবন থেকে কোন উপকারীতা অর্জন করতে পারবে না। আজই নিজের সম্পদ, নিজের পছন্দনীয় জিনিস সৈয়্যদ বংশীয়দের কদমে উৎসর্গ করে দিন, অতঃপর দেখুন তাঁদের **নানাজান রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাল কিয়ামতের দিন কিভাবে মালামাল করে দেন। **আল্লাহ**র শপথ! সেই সময় যখন কোন সম্পদ কাজে আসবে না আর কোন পদ মর্যাদা আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না, তখনই **ব্যাকুল মনের স্বস্তি, নানায়ে হাসানাঈন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত কাজে আসবে। যদি দুনিয়ায় **তাঁর** সন্তানদের সাথে সদাচরন করে, কোন অসুস্থ সৈয়্যদের ফ্রি চিকিৎসা করে দেয়, তবে আশ্চর্যের কি যে, এই শাহজাদাই তাঁর **নানাজান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করে আমাদের জন্য শাফায়াতের মাধ্যম হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ! শুধুমাত্র **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির নিয়্যতে খেদমত করুন, **তাঁর** দয়া অসীম ও অশেষ।

www.dawateislami.net

তাছাড়া কখনোই নিজের অন্তরে এই কুমন্ত্রণা আসতে দিবেন না যে, জানিনা এই ব্যক্তি সৈয়্যদ কিনা? আমাদের এই ব্যাপারে একেবারেই অনুমতি নেই যে, আমরা বংশের পেছনে লেগে যাবো, ব্যস আমাদের জন্য তার সৈয়্যদ হিসাবে প্রসিদ্ধিই যথেষ্ট।

সৈয়্যদ হওয়ার প্রমাণ চাওয়া কেমন?

আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ফকির অনেক ফতোয়া দিয়েছি যে, কাউকে সৈয়্যদ মনে করা এবং তাঁকে সম্মান করার জন্য আমাদের নিজস্ব জ্ঞানে (অর্থাৎ তদন্ত করে) তাকে মান্য করা জরুরী নয়, যাকে লোকেরা সৈয়্যদ বলবে আমরা তাকে সম্মান করবো, আমাদের তদন্ত করার প্রয়োজন নেই, না সৈয়্যদ হওয়ার সনদ চাওয়ার আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে আর জোর জবরদস্তি সনদ দেখানোর প্রতি বাধ্য করা এবং দেখাতে না পারলে তবে মন্দ বলা, বিদ্রুপ করা কখনোই জায়িয নেই। اَلنَّاسُ اُمَنَاءُ عَلٰى اَنْسَابِهِم (অর্থাৎ মানুষ তার বংশের রক্ষক)। তবে হ্যাঁ, যার সম্পর্কে আমরা ভালভাবে জানি যে, সে সৈয়্যদ নয় এবং সে **'সৈয়্যদ'** দাবী করছে, তাকে আমরা সম্মান করবো না, না তাকে সৈয়্যদ বলবো

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন। **(মুসলিম)**

আর উত্তম হবে যে, অনবহিতদেরকে তার প্রতারণা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া। (আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন:) আমার মনে একটি ঘটনা রয়েছে, যার উপর আমি আমল করে থাকি যে, এক ব্যক্তি কোন সৈয়্যদের সাথে বিতর্ক করছে, সে বললো: আমি সৈয়্যদ। বললো: তোমার সৈয়্যদ হওয়ার কি প্রমাণ আছে? রাতে (**রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর) যিয়ারত দ্বারা ধন্য হলো যে, কিয়ামত সংগঠিত হয়েছে, সে শাফায়াতের প্রার্থনা করলে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হলো। সে আরয করলো: আমিও হুযুরের উম্মত। ইরশাদ করলেন: কোন প্রমাণ আছে কি তোমার উম্মত হওয়ার?

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৫৮৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্দর পরিবেশে সাহাবায়ে কিরাম ও পবিত্র আহলে বাইতের ভালোবাসার সূধা পান করানো হয়ে থাকে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন ইজতিমা সমূহে যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত বর্ণনা করা হয়, তেমনিভাবে পবিত্র আহলে বাইতের বরকতময় জীবনি বর্ণনা করে তাঁদের থেকেও বরকত অর্জন করা হয়।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না। **(তিরমিযী)**

'শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া'য় বিদ্যমান পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসার ভিক্ষা প্রার্থনা করা সম্বলিত একটি পংতি শুনুন এবং যদি এখনো না হয়ে থাকেন তবে সাহাবা ও আহলে বাইতের গোলামদের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান!

দু'জাহাঁ মে খাদিমে আ'লে রাসূলুল্লাহ কর
হযরতে আ'লে রাসূলে মুকতাদা কে ওয়াসতে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫১ পৃষ্ঠা)

এই পংক্তিতে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রযবীয়ার ৩৭তম তরীকতের শায়খ অর্থাৎ হযরত সৈয়্যদ আ'লে রাসূল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওসীলায় আহলে বাইতের খাদিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের দোয়া প্রার্থনা করা হয়েছে। **(শরহে শাজারা শরীফ, ১১৬ পৃষ্ঠা)** **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি এক'শ রহমত প্রেরণ করবেন। **(তাবারানী)**

সৈয়্যদদের সম্মান করুন

হযরত আলী খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিছু কিছু জ্ঞানীরা এমনও বলেছেন: সৈয়্যদ বংশীয়রা যদিও বংশের ধারাবাহিকতায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে যতই দূরে হোক না কেন, তাঁদের আমাদের উপর হক হলো যে, তাঁদের খুশি নিজের খুশির উপর প্রাধান্য দেয়া এবং তাঁদের পরিপূর্ণভাবে সম্মান করা আর যখন সৈয়্যদ সাহেবরা নিচে (ফ্লোরে) বসে তখন উঁচু স্থানে (অর্থাৎ চেয়ার বা সোফা ইত্যাদিতে) না বসা। **(নুরুল আবসার, ১২৯ পৃষ্ঠা)**

তেরী নসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু হে এইনে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৪০টি হাদীস পৌঁছানোর ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট পৌঁছানোর জন্য দ্বীন সম্পর্কে **'৪০টি হাদীস'** মুখস্ত করে নিবে তবে তাকে **আল্লাহ পাক**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, নিশ্চয় সে দূর্ভাগা হয়ে গেলো। **(ইবনে সুন্নি)**

কিয়ামতের দিন আলিমে দ্বীন হিসাবে উঠাবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো।" **(শুয়াবুল ঈমান, ২/২৭০, হাদীস ১৭২৬)** হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চল্লিশটি হাদীস মানুষের নিকট পৌঁছানো, যদিও তা মুখস্ত না হয়। **(আশিয়াতুল লুমআত, ১/১৮৬)** اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাদীসে পাকে বর্ণনাকৃত ফযীলত সেও পাবে, যে প্রিন্ট করিয়ে দেখে দেখে বর্ণনা করবে বা যেকোন মাধ্যমে মানুষের নিকট ৪০টি হাদীস পৌঁছাবে, অতএব এই ফযীলত পাওয়ার নিয়্যতে আহলে বাইতের ফযীলত সম্বলিত **'প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪০টি বাণী'** লিখিত আকারে উপস্থাপন করছি:

আহলে বাইতের ফযীলত সম্পর্কীত ৪০টি হাদীস

১) নিজেদের সন্তানকে তিনটি বিষয় শিখাও: নিজের **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা, আহলে বাইতের ভালবাসা এবং কুরআন তিলাওয়াত। **(আল জামেউস সগীর, ২৫/৩১১)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় দশবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ)**

আহলে বাইত নূহের নৌকার ন্যায়

২) مَثَلُ اَهْلِ بَيْتِیْ مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ مَّنْ رَّكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ ۔ অর্থাৎ আমার আহলে বাইতের উদাহরণ নূহের নৌকার ন্যায়, যেই এতে আরোহন করলো মুক্তি পেলো এবং যে এতে আরোহন করবে না, ধ্বংস হয়ে গেলো।

(আল মুস্তাদরিক, ৩/৮১, হাদীস ৩৩৬৫)

আহলে বাইত হলো নৌকা আর সাহাবারা নক্ষত্র

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সমুদ্রের মুসাফিরের নৌকারও প্রয়োজন হয়ে থাকে আর নক্ষত্রের দিকনির্দেশনারও, কেননা জাহাজ নক্ষত্রের নির্দেশনায় সমুদ্রে চলাচল করে থাকে, অনুরূপভাবে উম্মতে মুসলিমা নিজের ঈমানী জীবনে পবিত্র আহলে বাইতেরও (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ) মুখাপেক্ষী আর সাহাবায়ে কিরামেরও (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) মুখাপেক্ষী। উম্মতের জন্য সাহাবাদের অনুসরনই হলো হেদায়ত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৪৫)** মুফতী সাহেব অপর জায়গায় বলেন: দুনিয়া হলো সমুদ্র, এতে সফরের জন্য জাহাজে আরোহন ও নক্ষত্রের দিকনির্দেশনা প্রয়োজন। اَلْحَمْدُلِلّٰه আহলে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, সে অত্যাচার করলো। **(আব্দুর রাযযাক)**

সুন্নাতের নৌকা পার হয়ে গেছে, কেননা তারা আহলে বাইত ও সাহাবা উভয়ের কদমের সাথে সম্পৃক্ত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৯৪)**

আহলে সুন্নাত কা হে বেড়া পার আসহাবে হুযুর
নজম হে অউর নাও হে ইতরাত রাসূলুল্লাহ কি

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

কঠিন শব্দের অর্থ: বেড়া- সামুদ্রীক জাহাজ, নৌকা। **নজম**- নক্ষত্র। **নাও**- নৌকা। **ইতরাত**- আহলে বাইত।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আহলে সুন্নাতের দুনিয়া ও আখিরাতে তরী পার হয়ে যাবে, কেননা তারা সাহাবা ও আহলে বাইত উভয়কেই ভালবাসা পোষণকারী এবং তাঁদের মান্যকারী। সুন্নীরা পবিত্র আহলে বাইতের নৌকায় আরোহন করেছে এবং সুন্নীদের দিকনির্দেশক হলেন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অর্থাৎ নক্ষত্র, তাই اِنْ شَآءَ الله সুন্নীদের তরী পার হয়ে যাবে এবং তারা **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে পেছনে জান্নাতুল ফেরদাউসে চলে যাবে।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো। **(জমউল জাওয়ামেয়ে)**

বাগে জান্নাত মে মুহাম্মদ মুচকুরাতে জায়েঙ্গে
ফুল রহমত কে ঝরেঙ্গে হাম উঠাতে জায়েঙ্গে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আ'লে ফাতেমা দোযখ থেকে নিরাপদ

৩) হে ফাতিমা! নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** তোমাকে ও তোমার সন্তানদেরকে আযাব দিবেন না।

(মু'জাম কবীর, ১১/২১০, হাদীস ১১৬৮৫)

৪) যে ব্যক্তি ওসীলা অর্জন করতে চায় এবং এটা চায় যে, আমার দরবারে তার কোন খেদমত থাকুক, যার কারণে আমি কিয়ামতের দিনে তার শাফায়াত করবো, তার উচিৎ যে, আমার আহলে বাইতের খেদমত করা এবং তাঁদের খুশি করা। **(আশ শরফুল মাওবদ লিল নাবহানী, ৫৪ পৃষ্ঠা)**

৫) নিশ্চয় আমার জন্য ও আমার আহলে বাইতের জন্য সদকার মাল হালাল নয়। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬/২০৬, হাদীস ১৭৬৭৯)**

৬) আমি আমার **প্রতিপালকের** কাছ থেকে চেয়েছি যে, আমার আহলে বাইতের মধ্যে কাউকে যেন দোযখে নিয়ে না যায়। **তিনি আমার** এই দোয়া কবুল করেছেন।

(কানযুল উম্মাল, ১২/৪৪, হাদীস ৩৪১৪৪)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, সে জান্নাতের রাস্তা ছেড়ে দিলো। **(তাবারানী)**

৭) আমার শাফায়াত আমার উম্মতের ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার পরিবারের (অর্থাৎ আহলে বাইত) প্রতি ভালবাসা পোষণকারী হয়। **(তারিখে বাগদাদ, ২/১৪৪)**

কুরআনুল করীম ও আহলে বাইত

৮) আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মহান (অর্থাৎ বড়) জিনিস রেখে যাচ্ছি, এর মধ্যে **প্রথমটি** হলো, **আল্লাহ পাকে**র কিতাব (অর্থাৎ কুরআনে করীম), যাতে হেদায়ত ও নূর রয়েছে, তোমরা **আল্লাহ পাকে**র কিতাব (অর্থাৎ কুরআনে করীম) এর উপর আমল করো আর একে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। **দ্বিতয়টি** আমার আহলে বাইত আর তিনবার ইরশাদ করেন: আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে **আল্লাহ পাকে**র স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

(মুসলিম, ১০০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬২২৫)

ইমাম শরফুদ্দীন হোসাইন বিন মুহাম্মদ তী'বি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এর অর্থ হলো, আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের শানের ব্যাপারে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করছি আর তোমাদের বলছি, তোমরা **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো, তাঁদের কষ্ট দিওনা বরং তাঁদের নিরাপত্তা প্রদান করো।

(শরহে তী'বি, ১১/২৯৬, ৬১৪০নং হাদীসের পাদটিকা)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন। **(মুসলিম)**

শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়ায় আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দারা অর্থাৎ সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ার ৩৪তম ও ৩৫তম তরীকতের শায়খ অর্থাৎ হযরত শাহ আবুল বারাকাত আ'লে মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং হযরত শাহ হামযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওসীলা নিয়ে খুবই সুন্দরভাবে **আল্লাহর** দরবারে আহলে বাইতে কিরামের ভালবাসার প্রার্থনা করা হয়েছে।

হুব্বে আহলে বাইত দেয়, আ'লে মুহাম্মদ কে লিয়ে
কর শহীদে ইশ্‌কে, হামযা পেশওয়া কে ওয়াসতে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহলে বাইতকে ভালবাসো

৯) **আল্লাহ পাকে** ভালবাসো, কেননা **তিনি** তোমাকে **তাঁর** নেয়ামত দ্বারা রিযিক প্রদান করেন আর **আল্লাহ পাকের** ভালবাসার (অর্জন করার) জন্য আমাকে ভালোবাসো এবং আমার ভালবাসার (পাওয়ার) জন্য আমার আহলে বাইতকে ভালোবাসো। **(তিরমিযী, ৫/৪৩৪, হাদীস ৩৮১৪)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না। **(তিরমিযী)**

পরিপূর্ণ মুমিন কে?

১০) لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ، وَتَكُوْنَ عِتْرَتِيْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهٖ۔ অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হয়ে যাবো না আর আমার সন্তান তার নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে যাবে না। **(শুয়াবুল ঈমান, ২/১৮৯, হাদীস ১৫০৫)**

সাহাবা কা গাদা হোঁ অউর আহলে বাইত কা খাদেম
ইয়ে সব হে আ'প হি কি তো ইনায়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীরা শাফায়াত পেয়ে যাবে

১১) আমার আহলে বাইতের ভালবাসাকে আবশ্যক করে নাও, কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালবাসা পোষণ করা অবস্থায় **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাত করলো, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে আমার শাফায়াতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং **তাঁর** শপথ **যাঁর** কুদরতের আয়ত্তে আমার প্রাণ! কোন বান্দাকে তার আমল ঐ অবস্থায়

www.dawateislami.net

উপকারীতা প্রদান করবে, যখন সে আমাদের (অর্থাৎ আমার ও আমার আহলে বাইতের) হক সম্পর্কে জানবে।

(মু'জাম আওসাত, ১/৬০৬, হাদীস ২২৩০)

১২) তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক হলো সেই, যে আমার পর আমার আহলে বাইতের জন্য উত্তম হবে।

(আল মুস্তাদরিক, ৪/৩৬৯, হাদীস ৫৪১০)

১৩) ঐসকল লোকের কি অবস্থা হবে, যারা এই ধারনা করে যে, আমার নিকটাত্মীয়রা উপকার করবে না। প্রত্যেক সম্পর্ক ও আত্মীয়তা কিয়ামতের দিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার আত্মীয়তা ও সম্পর্ক (শেষ হবেনা) কেননা (তাঁরা) দুনিয়া ও আখিরাতে জাড়িয়ে আছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/৩৯৮, হাদীস ১৩৮২৭)

বিদায় হজ্জে ইরশাদ করেন

১৪) (বিদায়) হজ্জে আরাফাতের দিন **তাঁর** (মুবারক) উটনি কাসওয়ার উপর খুতবা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! আমি তোমাদের মাঝে ঐ জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা তা আকঁড়ে থাকবে, পথভ্রষ্ট হবে না, **আল্লাহ পাকের** কিতাব (অর্থাৎ কুরআনে করীম) এবং আমার আহলে বাইত।" **(তিরমিযী, ৫/৪৩৩, হাদীস ৩৮১১)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, নিশ্চয় সে দূর্ভাগা হয়ে গেলো। **(ইবনে সুন্নি)**

সাহায্যকারী মুনীব

১৫) যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের মধ্যে কারো সাথে সদাচরন করবে, আমি কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান তাকে প্রদান করবো। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৫/৩০৩)**

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **(ওফাত: ১০৩১হি/ ১৬২২ইং)** এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এই হাদীসে পাক এই বিষয়ের দলীল যে,**আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **(আল্লাহ পাকের** দানক্রমে) প্রদানকারী আর এই বিষয়টি কারো নিকট গোপন নয়, অতঃএব ঐ ব্যক্তিকে মুবারকবাদ, যার পেরেশানি **তিনি** দূর করে দিবেন বা তার ডাকে তাশরীফ নিয়ে আসবেন এবং তার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে দিবেন। **(ফয়যুল কদীর, ৬/২২৩)**

ওয়াল্লাহ উহ সুন লেঙ্গে, ফরিয়াদ কো পৌঁহছেঙ্গে
ইতনা ভি তো হো কোয়ী, জু আহ! করে দিল সে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ প্রতিদান দিবেন

১৬) যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে কারো সাথেই দুনিয়ায় উত্তম আচরন করবে, এর প্রতিদান দেয়া

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় দশবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ)**

আমার উপর আবশ্যক, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে। **(তারিখে বাগদাদ, ১০/১০২)**

সৈয়্যদদের খেদমত করার উৎসাহ

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া'** এর মধ্যে এই হাদীসে পাক লিখার পর বলেন: اَللّٰهُ اَكْبَرُ! اَللّٰهُ اَكْبَرُ! কিয়ামতের দিন, সেই কিয়ামতের দিন, সেই প্রচন্ড প্রয়োজন, প্রচন্ড চাহিদার দিন আর আমাদের মতো মুখাপেক্ষীদের প্রতিদান প্রদান করার জন্য **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ন্যায় **সাহেবুত তাজ, আল্লাহ** জানে কি কি প্রদান করবেন এবং কিভাবে মালামাল করে দিবেন, একটি দয়ার দৃষ্টি উভয় জগতের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যথেষ্ট, বরং স্বয়ং এই প্রতিদানই কোটি কোটি প্রতিদানের চেয়ে উন্নত ও উত্তম, যার জন্য এই পবিত্র বাক্য "اِذَا لَقِيْنِىْ অর্থাৎ সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে" ইরশাদ করেছেন, "اِذَا অর্থাৎ যখন" শব্দটি বলা بِحَمْدِ الله সৈয়্যদদের সাথে উত্তম আচরনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় দশবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ)**

এর যিয়ারত ও সাক্ষাতের সুসংবাদ। মুসলমানেরা! আর কি চাই? দৌড়াও আর এই দৌলত ও সৌভাগ্য অর্জন করো। وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْق (অর্থাৎ এটা **আল্লাহ পাকের** তৌফিকেই)।

অপর এক জায়গায় তিনি বলেন: اَقُوْل (অর্থাৎ আমি বলছি): সম্পদশালীরা যদি নিজেদের খাঁটি সম্পদ থেকে উপহার স্বরূপ ঐ উচ্চ মর্যাদাবান মনিষীদের খেদমত না করে তবে সেই সম্পদশালীদের নিজেরই বঞ্চনা, ঐ সময়টি স্মরণ করুন, যখন এই হযরতের (সৈয়্যদ বংশীয়) **নানাজান** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত প্রকাশ্য চোখে কোন আশ্রয়স্থল পাবে না, ইচ্ছা কি করেনা যে, সেই সম্পদ, যা তাঁর সদকায়, তাঁরই কারনে প্রদান করা হয়েছে, যা অতি শীঘ্রই ছেড়ে সেই খালি হাতে মাটির নিচে (অর্থাৎ কবরে) চলে যাবে, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য, তাঁরই পবিত্র সন্তানদের (অর্থাৎ সৈয়্যদদের) জন্য তার একটি অংশ খরচ করুন, কেননা ঐ কঠিন পরিস্থিতির দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) তাঁদেরই **নানাজান, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রচুর উপহার, মহান নেয়ামত দ্বারা ধন্য হবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/১০৫)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো। **(জমউল জাওয়ামেয়ে)**

আহলে বাইতের প্রতি অত্যাচারকারীর জন্য জান্নাত হারাম

১৭) যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের প্রতি অত্যাচার করলো এবং আমাকে আমার সন্তানদের ব্যাপারে কষ্ট দিলো, তার উপর জান্নাত হারাম করে দেয়া হলো।

(আশ শরফুল মাওবদ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না

১৮) ঐ সত্তার শপথ **যাঁর** কুদরতের আয়ত্তে আমার প্রাণ! কারো অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঈমান নসীব হবে না) যতক্ষণ না **আল্লাহ** ও **রাসূলে**র জন্য "তোমাদের ভালোবাসবে।" **(তিরমিযী, ৫/৪২২, হাদীস ৩৭৮৩)**

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ **"তোমাদের ভালোবাসবে"** এর ব্যাখ্যায় বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সকল আহলে বাইত, সন্তান, স্ত্রীগণ (অর্থাৎ পবিত্র বিবিগণ) এবং **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সকল আত্মীয়, যার মধ্যে হযরত আব্বাস (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) (ও) অন্তর্ভুক্ত।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, সে জান্নাতের রাস্তা ছেড়ে দিলো। **(তাবারানী)**

এই সকলকে এই কারণে ভালোবাসুন যে, এদের মধ্যে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, এঁরা সবাই **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বংশ, যখন **রাসূল** প্রিয় তখন **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পুরো বংশও প্রিয়। **(মিরাত, ৮/৪৭০)**

কিস যবাঁ সে হো বয়ানে ইযযু ও শানে আহলে বাইত
মদহে গোয়ে মুস্তফা হে মদহে খোয়ানে আহলে বাইত

(যওকে নাত, ১০০ পৃষ্ঠা)

শব্দার্থ: ইযযু- মহত্ব। **মদহে গো, মদহে খোয়ান**- প্রশংসাকারী।

কালামে হাসানের ব্যাখ্যা: আহলে বাইত অর্থাৎ মুস্তফার বাগানের সুবাসিত ফুলের মহত্ব ও শান কেইবা বর্ণনা করতে পারবে! সত্য হলো যে, আহলে বাইতে কিরামের প্রশংসাকারী আসলে **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই প্রশংসা করছে।

"পাঞ্জেতন পাক" দ্বারা উদ্দেশ্য কারা?

১৯) সকল মুসলমানের আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন। **(মুসলিম)**

সকালে বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তাঁর শরীরে কালো উলের নকশা করা চাদর ছিলো, হাসান ইবনে আলী এলো, **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাকে (চাদরে) এর মধ্যে নিয়ে নিলেন অতঃপর হোসাইন ইবনে আলী এলো, তিনিও তাঁর সাথে ঢুকে গেলেন, অতঃপর (হযরত) ফাতেমা (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) আসলেন তাঁকেও (চাদরের মধ্যে) নিয়ে নেয়া হলো অতঃপর জনাবে আলী (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এলেন, তাঁকেও চাদরের মধ্যে নিয়ে নিলেন, অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন:

اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیْرًا ﴿۳۳﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **আল্লাহ** তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে অতীব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।

(মুসলিম, ১০১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬২৬১)

"মিরাত" ৮ম খন্ডের ৪৫২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: কিছু কিছু বর্ণনায় রয়েছে যে, (উম্মুল মুমিনিন) হযরত উম্মে সালামা (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا)। **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে এই ব্যাপারে আরয

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না। **(তিরমিযী)**

করলেন: হুযুর! আমিও কি আপনার আহলে বাইত? ইরশাদ করলেন: তুমিও আহলে বাইত। অপর কিছু বর্ণনায় রয়েছে: **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) (হযরত) উম্মে সালামা (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) কেও কম্বলের মধ্যে নিয়ে নিলেন অতঃপর এই দোয়া করলেন। মনে রাখবেন! **পাঞ্জেতন পাক** শব্দটি (অর্থাৎ পাঁচটি পবিত্র শরীর) এই হাদীস থেকেই নেয়া হয়েছে আর এই ঘটনাটি কয়েকবারই হয়েছে, কখনোবা উম্মে সালামা (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) কে কম্বল শরীফে প্রবেশ করানো হয়নি আর কখনো প্রবেশ করে নেয়া হয়েছে। **(মিরাত, ৮/৪৫২)**

ফযল কর রহম কর তু আতা কর ওয়াসতা পাঞ্জেতন পাক কা হে
অউর মুয়াফ এ্যয় খোদা হার খাতা কর ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২০) যে ব্যক্তি আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণ করাবস্থায় মরলো, সে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় উঠবে যে, তার কপালে লিখা থাকবে: "এই ব্যক্তি আজ **আল্লাহ পাকের** রহমত হতে নিরাশ।" **(তাফসীরে কুরতুবী, ১৬/১৭)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি এক'শ রহমত প্রেরণ করবেন। **(তাবারানী)**

কুরআনে করীম ও আহলে বাইত

২১) আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা তা আঁকড়ে থাকে তবে আমার পরবর্তিতে পথভ্রষ্ট হবে না, এর মধ্যে একটি (জিনিস) অপরটি থেকে বড়, **আল্লাহ পাকে**র কিতাব (অর্থাৎ কুরআনে করীম) যা হলো আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত দীর্ঘ রশি আর আমার আহলে বাইত, এই দু'টি (অর্থাৎ কুরআনে করীম ও আহলে বাইত) পৃথক হবে না, এমনকি আমার নিকট হাউযে এসে যাবে। তো চিন্তা করো! তোমরা এই দু'টির সাথে আমার পর কিরূপ আচরন করবে।

(তিরমিযী, ৫/৪৩৪, হাদীস ৩৮১৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা: এই (হাদীসের পাকের) দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে: একটি (উদ্দেশ্য) হলো যে, কুরআন ও আহলে বাইত পরস্পর একে অপর থেকে পৃথক হবে না, আহলে বাইত সর্বদা কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করতে থাকবে, কুরআন তাঁদের মন ও মনন এবং আমলে থাকবে। দ্বিতীয় (উদ্দেশ্য) হলো, কুরআন ও আহলে বাইত কখনো আমার থেকে পৃথক হবে না, এমনকি এই দু'টি আমার নিকট

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, নিশ্চয় সে দূর্ভাগা হয়ে গেলো। **(ইবনে সুন্নি)**

হাউযে পৌঁছে যাবে আর **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মহান দরবারে তাদের সুপারিশ করবে, যারা এই দু'টির হক আদায় করেছে। **(মিরাত, ৮/৪৬৮)**

২২) যে ব্যক্তি আমাদের (অর্থাৎ আমার সাথে ও আহলে বাইতের) সাথে বিদ্বেষ বা হিংসা করবে, তাকে কিয়ামতের দিন হাউযে কাওসার থেকে আগুনের চাবুক দ্বারা তাড়িয়ে দেয়া হবে। **(মু'জাম আওসাত, ২/৩৩, হাদীস ২৪০৫)**

২৩) ঐ সত্তার শপথ, যার কুদরতের আয়ত্তে আমার প্রাণ! আমার আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীকে **আল্লাহ পাক** জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

(আল মুস্তাদরিক, ৪/১৩১, হাদীস ৪৭৭১)

অউর জিতনে হে শাহজাদের উস শাহ কে
উন সব আহলে মাকানত পে লাখো সালাম
উন কি বালা শারাফত পে আলা দুরূদ
উন কি ওয়ারা সিয়াদাত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩১৪ পৃষ্ঠা)

শব্দার্থ: শাহজাদে- প্রিয় ছেলে। **শাহ**- বাদশাহ। **আহলে মাকানত**- উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। **বালা**- উচ্চ। **শারাফত**- সম্মান ও মহত্ব। **ওয়ালা সিয়াদত**- মহান সরদারি।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় দশবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ)**

কালামে রযার ব্যাখ্যা: শাহানশাহে আরব ও আজম, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যতজন প্রিয় ছেলে রয়েছে, সেই সকল উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নদের প্রতি লাখো সালাম। তাঁদের মহান সম্মান ও মহত্বের প্রতি **আল্লাহ**র রহমত হোক এবং তাঁদের বড় সরদারির প্রতি লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২৪) যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতরে প্রতি বিদ্ধেষ পোষণ করলো, সে মুনাফিক।

(ফাযায়িলিস সাহাবা লি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৬৬১, হাদীস ১১২৬)

২৫) হে বনু হাশিম! নিশ্চয় আমি **আল্লাহ পাকে**র নিকট তোমাদের জন্য প্রার্থনা করেছি যে, **তিনি** যেনো তোমাদের বাহাদুর, সাহসী এবং দয়ালূ বানান আর আমি প্রার্থনা করেছি যে, **তিনি** যেনো তোমাদের ভূলে যাওয়াদের পথ দেখায় এবং **তিনি** যেনো তোমাদের ভীতুদের থেকে নিরাপত্তা দান করেন আর **তিনি** যেনো তোমাদের ক্ষুধার্তদেরকে পেঠ ভরে খাবার খাওয়ায়। **তাঁর** শপথ, **যাঁর** কুদরতের আয়ত্তে আমার প্রাণ! তাদের মধ্যে

www.dawateislami.net

কেউ (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যারা তোমাদেরকে আমার ভালোবাসার কারণে ভালোবাসে।

(মু'জাম আওসাত, ৮/৩৭৩, হাদীস ৭৭৫৭)

২৬) আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস চাই, কুরআনে করীম ও আমার পরিবারের (সম্মান ও মহত্ব)।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/৭৩, হাদীস ১৩১৫৩)

২৭) সর্বপ্রথম আমার হাউযে (অর্থাৎ হাউযে কাওসারে) আগমনকারীরা আমার আহলে বাইত হবে।

(আস সুন্নাতি লি ইবনে আসিম, ১৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৬৬)

২৮) তোমাদের মধ্যে পুলসিরাতে সবচেয়ে বেশি অটল সেই হবে, যে আমার সাহাবা ও আহলে বাইতের প্রতি অধিক ভালোবাসা পোষণকারী হবে।

(জমউল জাওয়ামেয়ে, ১/৮৬, হাদীস ৪৫৪)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: (এই ফযীলত তাদের জন্য) যেই মুসলমানের অন্তরে সাহাবা ও আহলে বাইত উভয়ের ভালোবাসা একত্র হয়ে গেলো এবং সে এই অবস্থাতেই মারা গেলো। তিনি আরো বলেন: এই উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, পুলসিরাত দ্বারা উদ্দেশ্য দ্বীন ইসলাম অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো। **(জমউল জাওয়ামেয়ে)**

সবচেয়ে বেশি দ্বীনের উপর অটল, পরিপূর্ণ ঈমান ওয়ালা সেই হবে, যে সাহাবা ও আহলে বাইতের প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পোষণকারী হবে। অতএব এই হাদীসে পাক দ্বারা এই ফলাফল বের হলো যে, সাহাবা ও আহলে বাইতের ভালোবাসা ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার দলীল এবং এই ভালোবাসা দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ভালোবাসা, যা কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞার দিকে নিয়ে যায় না। (যেমন; সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ভালোবাসায় مَعَاذَ الله আহলে বাইতে কিরামের ব্যাপারে কুধারনা বা আহলে বাইতে পাকের ভালোবাসায় مَعَاذَ الله সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ব্যাপারে কুধারনা করার কোনভাবেই অনুমতি নেই) **(ফয়যুল কদীর, ১/১৯২, হাদীস ১৫৯)**

আ'ল ও সাহাবা সে মুহাব্বাত হে অউর সব আউলিয়া সে উলফত হে
ইয়ে সব আল্লাহ কি এনায়াত হে মিল গেয়ি মুস্তফা কি উম্মত হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২৯) আমি কিয়ামতের দিন চার (ধরনের) বান্দার শাফায়াত করবো: (১) আমার সন্তানদের আদব ও সম্মানকারী (২) আমার সন্তানদের চাহিদা পূরণকারী (৩) আমার

www.dawateislami.net

সন্তানদের পেরেশানিতে তাঁদের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টাকারী (৪) নিজের অন্তর ও মুখে আমার সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী।

(জমউল জাওয়ামে, ১/৩৮০, হাদীস ২৮০৯)

৩০) **আল্লাহ পাক** ঐ বান্দার প্রতি কঠিন আযাব প্রদান করবেন, যে আমার সন্তানদেরকে কষ্ট দিবে।

(জমউল জাওয়ামে, ১/৪১০, হাদীস ৩০৫৯)

৩১) পেঠ পূর্ণ করে খাওয়া ব্যক্তি, আপন **প্রতিপালকে**র আনুগত্য থেকে উদাসিন থাকা ব্যক্তি, **নিজেদের নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সুন্নাত বর্জনকারী, চুক্তি ভঙ্গকারী, **আপন নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সন্তানদের অপছন্দকারী এবং নিজের প্রতিবেশিকে কষ্ট প্রদানকারীকে **আল্লাহ পাক** অপছন্দ করেন। **(জমউল জাওয়ামে, ২/৪৩২, হাদীস ৬৮৯৮)**

৩২) আমার আহলে বাইত ও আনসার (অর্থাৎ আনসারী সাহাবী) আমার বিশেষ দল এবং আমার সাথী।

(আল ফেরদাউস, ১/৪০৭, হাদীস ১৬৪৫)

৩৩) **আল্লাহ পাক** ও আমি এই ছয় ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ দিয়েছি: (১) **আল্লাহ পাকে**র কিতাবে অতিরঞ্জিতকারী (২) তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী (৩) জোর জবরদস্তি

www.dawateislami.net

করে শাসক হওয়া ব্যক্তি (৪) ঐ জিনিষকে সম্মান প্রদানকারী, যা **আল্লাহ পাক** অপদস্ত করেছেন এবং তাকে অপমানকারী, যাকে **আল্লাহ পাক** সম্মান প্রদান করেছেন (৫) **আল্লাহ পাকের** হারামকৃত বস্তুকে হালালকারী (৬) আমার সন্তানদের ব্যাপারে ঐ বিষয়কে হালাল মনে করা ব্যক্তি, যা **আল্লাহ পাক** হারাম করেছেন এবং আমার সুন্নাতকে বর্জনকারী। (তিরমিযী, ৪/৬১, হাদীস ২১৬১)

৩৪) তিনটি জিনিস এমন, যে এর হিফাযত করলো, **আল্লাহ পাক** তাকে দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারাদীতে হিফাযত করবেন এবং যে এতে নষ্ট করলো **আল্লাহ পাক** তার কোন ব্যাপারাদীর হিফাযত করবেন না: (১) ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা (২) আমার সম্মান ও মর্যাদা (৩) আমার আত্মীয় ও নৈকট্যশীলদের সম্মান ও মর্যাদা।

(মু'জাম কবীর, ৩/১২৬, হাদীস ২৮৮১)

৩৫) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো আরববাসীরা এবং আরবের উত্তম হলো কুরাইশরা আর কুরাইশদের মধ্যে উত্তম হলো বনু হাশিম। (আল ফেরদাউস, ২/১৭৮, হাদীস ২৮৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না। **(তিরমিযী)**

আহলে বাইতকে কষ্ট প্রদানকারীর হায়াতের মধ্যে বরকত হয়না

৩৬) যে পছন্দ করে যে, তার বয়সে বরকত হোক এবং **আল্লাহ পাক** তাকে **তাঁর** প্রদত্ত নেয়ামত থেকে উপকৃত করুক তবে তার জন্য আবশ্যক যে, আমার পর আমার আহলে বাইতের সাথে সদাচরন করা, যে এরূপ করবে না, তার হায়াতের মধ্যে বরকত উঠে যাবে এবং কিয়ামতের দিন আমার সামনে কালো মুখ নিয়ে আসবে।

(কানযুল উম্মাল, ১২/৪৬, হাদীস ৩৪১৬৬)

৩৭) নক্ষত্র আসমানবাসীর জন্য শান্তি আর আমার আহলে বাইত আমার উম্মতের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা।

(নাওয়াদিরুল উসুল, ২/৮৪০,হাদীস ১১৩৩)

৩৮) হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) দুনিয়ায় আমার দু'টি ফুল। **(বুখারী, ২/৫৪৭, হাদীস ৩৭৫৩)**

৩৯) হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) জান্নাতী যুবকদের সর্দার। **(তিরমিযী, ৫/৪২৬, হাদীস ৩৭৯৩)**

www.dawateislami.net

৪০) যে ব্যক্তি এই দু'জন (হাসানাঈন করীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) এবং তাঁদের পিতামাতাকে ভালোবাসলো, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে আমার মর্যাদায় থাকবে।

(মু'জাম কবীর, ৩/৫০, হাদীস ২৬৫৪)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! মনে রাখবেন! সালেহীনদের (অর্থাৎ নেককার লোকের) সাথে থাকাতে এটা আবশ্যক নয় যে, তার মর্যাদা ও প্রতিদান সকল দিক দিয়ে সালেহীনদের (অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নেককার লোকদের) ন্যায় হবে। **(শরহে মুসলিম লিন নববী, ১৬/১৮৬)** বরং কোন এক মর্যাদায় কোন এক বিশেষ পর্যায়ে সমান হবে যদিও মর্যাদা ও সম্মান এবং মানদন্ডের হিসাবে লাখো গুণ পার্থক্য হবে, যেমন; প্রাসাদে বাদশাহ ও গোলাম (বা ঘরে মালিক ও কর্মচারী) উভয়ই থাকে কিন্তু পার্থক্য স্পষ্ট।

আমার আক্বা আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: পবিত্র সন্তানদের এবং তাঁদের হক সমূহের গুরুত্ব সম্পর্কীত হাদীসে পাক অসংখ্য। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৩৩)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, নিশ্চয় সে দূর্ভাগা হয়ে গেলো। **(ইবনে সুন্নি)**

মদীনার বিরহ, বাক্বী, মাগফিরাত এবং বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রিয় নবীর প্রতিবেশিত্বের ভিখারী

১৮ যিলক্বদ ১৪৪২ হিঃ

29-06-2021

মেরা হার আমল বস তেরে ওয়াস্তে হো
কর ইখলাস এয়সা আতা ইয়া ইলাহী!

এই পুস্তিকাটি পাঠ করে অপরকে দিয়ে দিন

বিবাহ বা শোকের অনুষ্ঠান, ইজতিমা, ওরশ এবং জুলুসে মিলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা এবং মাদানী ফুলের লিফলেট বিতরণ করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহকদের সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেয়ার জন্য নিজের দোকানেও পুস্তিকা রাখার অভ্যাস গড়ুন, খবরের কাগজ বিক্রেতা বা বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের মহল্লার ঘরে ঘরে সামর্থ্য অনুযায়ী পুস্তিকা বা মাদানী ফুলের লিফলেট প্রতি মাসে পৌঁছে দিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগান এবং সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনে মজীদ		শরহে মুসনদ আবী হানিফা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাফসীরে তাবারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	ফয়যুল কীদর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাফসীরে কুরতুবী	দারুল ফিকির, বৈরুত	আশিয়াতুল লুমআত	কোয়েটা
খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী	নুযহাতুল কারী	ফরিদ বুক স্টল, লাহোর
বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	মিরাতুল মানাজিহ	**যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর**
মুসলিম	দারুল কিতাবুল আরাবী, বৈরুত	ফাযায়িলিস সাহাবা	মাওসুআতুর রিসালাতি, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	তাবাকতে ইবনে সাআদ	মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো
মুসনাদের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	দারুল ফিকির, বৈরুত	রিয়াযুন নাদ্বারা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	আল ইস্তিয়াব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মু'জাম কবীর	**দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত**	তারিখে বাগদাদ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মু'জাম আওসাত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল মুস্তাদরিক	দারুল মারিফা, বৈরুত	শরফুল মুস্তফা	দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত
হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	নূরুল আবসার	মুস্তফা আল বাবিল হালবী, মিশর

www.dawateislami.net

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
মুসনাদে আবী হানিফা	মাকতাবাতুল কাওসাত, রিয়াদ	হায়াতে আলা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আস সুন্নাহ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	রিসালাতু কুশাইরিয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
নাওয়াদিরুল উসুল	মাকতাবায়ে ইমাম বুখারী, কায়রো	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
আল ফেরদাউস	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	সাওয়ানেহে কারবালা	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
জমউল জাওয়ামেয়ে	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	হাদায়িকে বখশীশ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আল জামেউস সগীর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	যওকে নাত	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
মজমুয়াউয যাওয়ায়িদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	ওয়াসায়িলে বখশীশ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	ফয়যানে ফারুকে আযম	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
শরহে মুসলিম লিন নববী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	শরহে শাজারা শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
শরহুত তী'বি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	✻ ✻ ✻	✻ ✻ ✻

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আহলে বাইতকে কষ্ট দানকারীর হায়াতের মধ্যে বরকত হয় না

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে পছন্দ করে যে, তার বয়সে বরকত হোক এবং আল্লাহ পাক তাকে তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত থেকে উপকৃত করুক তবে তার জন্য আবশ্যক যে, আমার পর আমার আহলে বাইতের সাথে সদাচরন করা, যে এরূপ করবে না, তার বয়সের বরকত উঠে যাবে এবং কিয়ামতের দিন আমার সামনে কালো মুখ নিয়ে আসবে।

(কানযুল উম্মাল, ১২তম খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৪১৬৬)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net